দৈনিক ইনকিলাব

21 JAN 1987
4

190

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

গোলাপগঞ্জ

গোলাপগঞ্জ (সিলেট), ২৩ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— সুরমা-কুশিয়ারা বিধৌত গোলাপগঞ্জ উপজেলা সিলেট জেলা তথা গোটা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম শিক্ষিত উপজেলা। শুধু শিক্ষিতই নয়, উচ্চ শিক্ষার হারও তুলনামূলকভাবে বেশী।

১০৫ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট উপজেলার লোকসংখ্যা ১,৯৩,৪১৩ জন। সর্বমোট এগারোটি ইউনিয়নে ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৪টি। ১শ'টি মৌজায় গ্রামের সংখ্যা ২৫৮টি। মসজিদ-মাদ্রাসা, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়, ব্যাংক-ডাকঘর, টেলিগ্রাম অফিস, নদীনালা, দীঘি-পুকুর এবং হাট-বাজার সমৃদ্ধ উপজেলার বিভিন্ন সমস্যা এখানে তুলে ধরা হলো।

শিক্ষা

উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৮টি। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (বালক) ১২টি, বালিকা ৪টি, মহাবিদ্যালয় ১টি, মাদ্রাসা আলিয়া ১টি, এবতেদায়ী ও কওমী ১২টি।

শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হলেও উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে শিক্ষক-শিক্ষিকা কম থাকায় শিক্ষক সংকট লেগেই আছে। ফলে, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে যোগ্যতানুসারে নিয়োগকৃত শিক্ষকের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম।

যোগাযোগ

উপজেলার রাস্তার পরিমাণ সর্বমোট ৯৯৮ মাইল। তার মধ্যে মাত্র ২৩ মাইল পাকা রাস্তা রয়েছে। বাদবাকী সবই কাঁচা। সুরমা ও কুশিয়ারা নদী উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় উপজেলা সদর হতে বিচ্ছিন্ন বাঘা, পূর্ব আমুড়া, উত্তর ভাদেবাশা, ভাদেশ্বর ইউনিয়নসমূহ যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে এখনো মান্ধাতার আমলের পর্যায়ে পড়ে আছে। উপজেলা সদর হতে দূরে অবস্থানের কারণে লক্ষীপাশা, লক্ষণাবন্দ ইউনিয়নসমূহে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আশানুরূপ নয়।

কৃষি

উপজেলার আবহাওয়া মোটামুটি কৃষি উপযোগী। উপজেলায় এক ফসলী, দু'ফসলী, তিন ফসলী মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৩২,৬৮৫ একর। খাসজমি ১,২৩৯ একর। প্রধান উৎপাদিত ফসল ধান, গোলালু, চীনাবাদাম ও শাক-সব্জি ইত্যাদি। উপজেলায় সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ মাত্র ৬৫০ একর—যা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

শিল্প উন্নয়ন

উপজেলার শিল্প উন্নয়নে তেমন কোন অগ্রগতি নেই। অবস্থা আগের মতই। উপজেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে একটি কাপড়ের মিল, ১টি তেলের কল্, ৪টি ব্রিকফিল্ড, ১টি তাঁত কল, ২টি আইসক্রীম কল আছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত গ্যাসের ব্যবহার দ্বারা দেশী ও বিদেশী অর্থকে বিনোয়োগ খাতে প্রবাহিত করে উপজেলার ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ এবং উদ্যোমের অভাব রয়েছে।

বিদ্যুৎ

উপজেলার সিংহভাগ অধিবাসী এখনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থা হতে বঞ্চিত। উপজেলার ২৫৮টি গ্রামের তিনভাগের এক ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেনি। তদুপরি অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ বিদ্যুৎ কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলা এবং দুর্নীতি সম্পর্কে এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে।